জামায়াতে ইসলামীর স্বরূপ-৫

আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সব কিছুরই একটা নেগেটিভ এবং একটা পজেটিভ দিক আছে। ভাষা প্রয়োগ, পরিপ্রেক্ষিত, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির আলোকে সহজেই বুঝা যায় একথাটা নেগেটিভ না পজেটিভ। মনে করুন, কারো ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কেমন? আপনার জবাবটা যদি এমন হয়, হ্যাঁ তিনি খুব ভালো' তাহলে যা বুঝাবে, আপনার উত্তরটা যদি হয় এমন, 'যা দেখি তাতে তো ভালোই মনে হয়।' তাহলে নিশ্চয়ই এটুকু অন্য রকম বুঝাবে। এই 'অন্য রকমটাকেই নেগেটিভ বলা হয়। প্রথম জবাবে যেমন 'ভালো' দ্বিতীয় উত্তরেও ভালো। তবে প্রথমবারের ভালো আলোয় আলোকিত কিন্তু দ্বিতীয়বারের 'ভালো'য় আড়ালেও যেন 'অদ্ভুত' আঁধার এক। আসলে কোন প্রকার চরিত্র নেগেটিভ না পজেটিভ গুণীজনদের কাছে তা বুঝা যতটা সহজ বুঝানো ততটা সহজ নয়। শরবতের মধ্যে মিষ্টির অস্তিত্ব যেমন অনুভব করা যায় অথচ তা দেখানো যায় না। কথার মধ্যেও দু'টি চরিত্রের যে কোন একটি চরিত্র অনুভব করা যায় কিন্তু তা সহজে বুঝানো যায় না। তবে ঐ কথার বিচার করতে হলে তার চরিত্রটি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। নতুবা সে বিচার সঠিক হবে না। 'রায়েনা' একটি আরবি শব্দ। তার একটি ভালো অর্থ এবং একটি খারাপ অর্থ আছে। ঐ শব্দটি এক সময় নবীজীর জন্য মুসলমান অমুসলমান সকলেই ব্যবহার করত। তবে মুসলমান যাঁরা এ শব্দ ব্যবহার করতেন তারা পজেটিভ অর্থেই ব্যবহার করতেন। কিন্তু কাফেরদের অঙ্গভঙ্গী এবং পরিপেক্ষিত এ কথার জানান দিচ্ছিল যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে তারা এ শব্দটিকে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করছে যা আল্লাহ পাকের কুদরতী রাডারে ধরা পড়েছে! ব্যাস, বিকল্প হিসেবে 'উন্‌জুরনা' শব্দের তালিম দিয়ে মুসলমানদের উপর অনন্তকালের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই হল শব্দের নেগেটিভ চরিত্রের কুফল। মোবাইল ফোন প্রথম যখন বাংলাদেশে আসে মনে করুন তখনকার কোন গ্রাম্য কিশোর যদি তার বন্ধুকে বলে; এই শুন, আমার আব্বুর এখন মোবাইল আছে! মানে গ্রামের হাজারো বাবার হাতে যা নাই আমার বাবার হাতে তা আছে বলাই উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর মুখের উপরই ওই বন্ধু যদি বলে দেয়; 'হ্যাঁ, আমার ভাইয়ার হাতেও ক্রিং ক্রিং বাজে। এই ক্রিং ক্রিং অর্থ মোবাইল আছে এবং এর চরিত্র হলে নেগেটিভ। অর্থাৎ দ্বিতীয় বন্ধুর ভাইয়্যার মোবাইল প্রথম বন্ধুর বাবার মোবাইলের একক কৃতিত্বকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরাম, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার একক গৌরব যখন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বিশ্বাস ও প্রচার করতে অভ্যস্ত ঠিক তখনই হুমায়ুন আহমদের নাটকের সৎ মায়ের নেগেটিভ চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভারতের মৌঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ফতোয়ায়ে রশীদিয়ায় লিখে বসল, 'রাহমাতুল্‌লিল আলামীন' আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র একক বৈশিষ্ট্য নয়; বরং তিনি ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রেও 'রাহমাতুল্‌লিল আলামীন' বলা যাবে। অর্থাৎ নবীজীর শান মান মর্যাদার ক্ষেত্রে সুন্নীরা পজেটিভ এবং ওয়াহাবীদের গুরু রশীদ আহমদের মানসিকতা হল নেগেটিভ। তাদের আরেকজন গুরুর নাম মৌঃ আশরাফ আলী থানভী । অন্তরভরা প্রেম নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলামায়ে কেরাম যখন প্রিয় নবী রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইলমে গায়েব তথা খোদাপ্রদত্ত অদৃশ্য জ্ঞান আছে বলে আশেকানা মতামত প্রদান করল ঐ আশরাফ আলী থানভী তখন বলে উঠল; ঐ রকম জ্ঞান তো পাগল ছাগল, জীব-জন্তু তথা শুকর-কুকুরেরও আছে। (হিফজুল ঈমান) নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞানকে যারা শুকর-কুকুরের জ্ঞানের সাথে তুলনা করে-রুচিপূর্ণ পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে হয়ত পারছি না-নয়ত এদেরকে শুকুর-কুকুরের বাচ্ছা বললেই আমার কাছে ভাল লাগত। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আমাদের যে অনিঃশেষ ঈমানী দায়বদ্ধতা আছে।।

আমাদের ছোট বয়সে যখন গ্রামে থাকতাম তখন স্কুলে

সাইকেল প্রতিযোগিতা হত। হিরো সাইকেলের প্রতিযোগিতা। কারণ বিভিন্ন কোম্পানির সাইকেল হলে এমনটি বলার সুযোগ আছে যে, অমুকের সাইকেল ঐ কোম্পানীর হওয়ায় রেজ ভালো, তাই সে উইন করেছে। তাই একই কোম্পানির সাইকেল হলে আর সে কথা বলার অবকাশ নাই। তারপরও হিংসাপরায়ন প্রতিযোগী পরাজয়ের আগুনে পুড়ে বলে ফেলত; আরে না জুনাব আলী ছোকরা ঐ বাম সাইডে ছিল যেখানে ঘাষ বিহীন শুকনো এটেল মাটির সমান মাঠ ছিল। আমি ছিলাম ডান পাশে যেখানে বালু মাটির উপর ঘাসে ভরা মাঠ ছিল। তাই জুনাব আলীর ছোকরার সাথে আমি পারিনি। আমার মত ডান পাশের বালুর উপর ঘাসের মাঠে আসলে ঐ জুনাব আলীর পোলার সাইকেলের কচ্ছপগতি দেখে গ্যালারির দর্শকদের হাসিতে পেটের চামড়া ব্যথা হয়ে যেত। অর্থাৎ পরাজয় আর হিংসার প্রাবল্য এতই বেশি যে, সাইকেলের উপর গতিমান নওজোয়ান বিজয়ী ব্যক্তির কৃতিত্বকে যে কোন অবস্থায় মেনে নিতে পারছে না বিধায় সাইকেলের নিচে নির্জীব মাটিকে কৃতিত্ব দিয়ে প্রতিহিংসার অগ্নিগ্রহণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। মানে এটা এটেল মাটির বিজয়। জুনাব আলীর ছেলের কৃতিত্ব নয়।

পাঠক সাইকেল প্রতিযোগিতার তাজা গল্পটি ভুলে না যেতেই আরেকটি গল্পের ভাষা শুনুন-প্রথমে উর্দুতে তারপর বাংলায়- ''নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কো আরব মে জু যবরদস্ত কামিয়াবী হাসেল হুয়ী ইস্ কি ওয়াহ্ এহী তু থি কেহ্ আফ্ কো আরব মে বেহ্তরীন ইনসানী মাওয়াদ মিল্ গিয়া থা। আগার খোদা নাখাস্তাহ্ আফ কো বোদে, কমহিম্মত যঈফুল ইরাদা আওর না কাবেলে ইতেমাদ লোঁগো কি ভীড় মিল্ জাতী তু কিয়া ফেরভি উহ্ নাতায়েজ নিকাল সেক্তে থে?

উর্দু ভাষার গল্প ছিল এটি। এবার বাংলা ভাষায় গল্পটি লক্ষ করুনঃ 'আরব দেশে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর যে সুবিশাল সফলতা অর্জিত হয়েছে তা একমাত্র আরব দেশে তিনি যোগ্য মানব শক্তি পেয়েছেন বলেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ না করুন, তিনি যদি (তদস্থলে) কাপুরুষ, ভীতু, দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন এবং অনির্ভরযোগ্য লোকদের সমাগম পেতেন তবে কি অবশেষে এমন ফলাফল পাওয়া যেত?

এই ছিল উর্দু গল্পের বাংলা অনুবাদ। সাইকেল প্রতিযোগিতার গল্পটি ভুলে না গেলেই ভাল হয়। কারণ প্রতিহিংসু মানুষের কাছে জীবন্ত বীরের চেয়ে অসাড় এটেল মাটির কৃতিত্বই বেশি। নেগেটিভ এবং পজেটিভ এর যে জটিল অনুশীলনীর আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তাও এই গল্পটির চরিত্র বুঝাবার জন্যই। গল্পটির চরিত্র আমাদেরকে যে সবক প্রদান করছে তা হল, ইসলামের সুমহান বিজয়ের পেছনে যত কৃতিত্ব তা মোটেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নয়; তা আরব দেশের ঐ যোগ্য লোকদের। কারণ তাদের স্থলে যদি দুর্বল কাপুরুষ লোকদের সমাগম হত তবে কখনই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এই সফলতা অর্জন করতে পারতেন না। এটাই হল ঐ গল্পকারের আক্বীদা ও বিশ্বাস। মানে সাইকেল চালক প্রতিযোগীর পাওনা জিরো-কৃতিত্ব সব ঐ নির্জীব এটেল মাটির।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফল- এই কথা বলতে বেচারা গল্পকারের কলিজার নার্ভগুলো ছিড়ে যাচ্ছে বলেই গোবেচারা বাধ্য হয়ে ইসলাম প্রচারের পুরো কৃতিত্ব জাহেলিয়াতের অন্ধ মানুষগুলোকে হেবা করে দিয়েছেন। কি আর করা, জাহেলিয়াতের মানুষগুলোকে 'বেহত্রীন ইনসানী মাওয়াদ' না বললে যে ইসলাম প্রচারের সফলতা ও কৃতিত্বের সম্মানটুকু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষে চলে যায়!

গল্পকার জীবন গেলেও এই সম্মানটুকু উনাকে দিতে নারাজ!! সেজন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মান ও গৌরবের মালা আরবের অন্ধকার যুগের মানুষদের গলায় পরিয়ে দিলেন!!!

প্রিয় পাঠক, ঐতিহাসিকগণ ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের মানুষগুলোকে মানুষরূপী পশুর সাথে তুলনা করেছেন। যে মানুষগুলোকেই গল্পকার 'বেহ্তর' তথা উত্তম বললেন। কিন্তু কেন? কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান না দেয়ার জন্য এই রকম গল্পকাররা জাহেলী যুগের মানুষদেরই নয় শুধু- জানোয়ারকেও মহামানব বানাতে প্রস্তুত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অসম্মান করাই তাদের অন্তরের অগ্নিদহনের মহৌষধ। 'বেহ্তরীন ইনসানী মাওয়াদ' ছিল বলেই এই সফলতা। 'বেহ্তরীন ইনসানী

মাওয়াদ' না হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাইলেও বা চেষ্টা করলে ঐ সফলতা অর্জন করতে পারতেন না। প্রশ্ন হল, 'বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদ' না হয়ে যদি দুর্বল, কাপুরুষ লোকজন হত তবে আল্লাহ পাক চাইলে উত্তম সফলতা পাওয়া যেত কিনা। গল্পকার নিশ্চয়ই বলবেন হ্যাঁ। পাওয়া যেত। কারণ, আল্লাহ চাইলে সব কিছুই হয়। তাহলে প্রশ্ন হল বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদের ক্ষেত্রে যে সফলতা পাওয়া গিয়েছে সেখানে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বা চাওয়া-পাওয়া ছিল কি না। যদি ছিল না বলেন তাহলে তো গল্পকারের ধরমই থাকে না! কারণ আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা কুফুরী। আর যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছাই কি মূখ্য ছিল না ঐ বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদদের ভূমিকা। তাঁদের ভুমিকাকে মুখ্য বললেও গল্পকারের ধরম চিতাস্থলে চলে যাবে। তাহলে সর্বশেষ কথা ঐ দাঁড়াল যে, সেখানে আল্লাহর ইচ্ছাই মুখ্য ছিল। তাহলে সেক্ষেত্রে বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদের জায়গায় আল্লাহর মেহেরবাণীতে এই সফলতা অর্জিত হয়েছে বললে ভাল হত না? কারণ, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা না হলে যে ঐ বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদরা শত চেষ্টা করলেও কিছু হয় না। এবং যদি তাই হয় তবে তো আল্লাহর ইচ্ছা হলে ঐ দুর্বল, কাপুরুষ ও দুর্বল মানসিকতার লোকদেরকে দিয়েও আরও বড় সফলতা আসতে পারে। নবী-অলীদের কোন কাজ করার ক্ষমতা সাব্যস্ত করা যাদের দৃষ্টিতে শির্‌ক এবং সেকারণেই তারা এই বলে ফতোয়া প্রদান করে যে, যা কিছু হয় তার সবই আল্লাহর ক্ষমতা বলে হয়- আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না-সেই ধরণের গল্পকাররাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সফলতার সম্মানটুকু না দেয়ার জন্য আল্লাহর সেই ক্ষমতার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছেন এবং যেখানে আল্লাহ ছাড়া কোন নবী-অলির জন্য কোন কাজ করার ক্ষমতাকে শিরক বলেন সেখানে নিজেরাই নবীদের থেকে অনেক নিুস্তরের লোকদের জন্য অর্থাৎ বেহতরীন ইনসানী মাওয়াদদের জন্য বিরাট সফলতার কাজটি করার ক্ষমতা মেনে নিলেন!!! ইস্ বড় সর্বনাশ হয়ে গেল! নবীর ক্ষমতায়নের শিরক থেকে বাচার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে গল্পকার নবীর গোলামকে আল্লাহর শরিক বানিয়ে দিল! গোলাম থেকে যে মুনিব ভাল গল্পকার কেন যে তা বুঝতে পারল তাই ভাবনার বিষয়! গল্পকারকে নিয়ে এত কথা হল অথচ গল্পকারের নামটাই বলা হল না এখনও বড্ড দেরী হয়ে গেল। তাই শেষ করার আগে গল্পকারের নামটা বলে দেওয়া জরুরি। ঐ গল্পকারের নাম মি. আবুল আলা মওদুদী যিনি জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত গল্পটি তার কিতাব তাহরীকে ইসলামী কি আখরাকী বুনিয়াঁদের ১৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।